অবস্থানিক তত্ত্ব : সবল বিষয়তা

পায়েল কর

চিরায়ত জ্ঞানতত্ত্ব থেকেই লিঙ্গ সংবেদী তত্ত্বায়নের মাধ্যমে নারীবাদী জ্ঞানতত্ত্ব গড়ে ওঠে। নারীবাদী জ্ঞানতত্ত্বের বৈচিত্র্য মূলস্রোতের জ্ঞানতত্ত্বের বৈচিত্র্যকে প্রতিফলিত করে। এই জ্ঞানতত্ত্বগুলির গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল তত্ত্বে লিঙ্গ সংক্রান্ত সমস্যাকে প্রাধান্য দেওয়া। নারীবাদী জ্ঞানতত্ত্বে লিঙ্গ সংক্রান্ত আলোচনা ছাড়াও যে সব বিষয়ে জোর দেওয়া হয় তা হ'ল সর্বজনীনতা অপেক্ষা নির্দিষ্টতা, বিমূর্ততা অপেক্ষা মূর্ততা এবং বুদ্ধি অপেক্ষা আবেগ প্রভৃতি। নারীবাদী জ্ঞানতত্ত্ব অনুসারে জ্ঞাতা এমন কিছু সামাজিক সম্পর্কে জড়িয়ে থাকে, যে সম্পর্কগুলি সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিকভাবে নির্দিষ্ট ও স্তরায়নভুক্ত।

মূলস্রোতের জ্ঞানতত্ত্ব অনুসারে, জ্ঞান হ'ল 'প্রমাণিত সত্য বিশ্বাস' (justified true belief)। জ্ঞান ও বাস্তবতার সঙ্গে যে সম্পর্ক নির্মিত হয় তা হ'ল অনুরূপতার সম্পর্ক (correspondence)। এক্ষেত্রে জ্ঞাতার দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়তা, নিরপেক্ষতা এবং পক্ষপাত শূন্য হয়, যে দৃষ্টিভঙ্গি ইতিহাস ও প্রসঙ্গ অনপেক্ষ হয়ে ওঠে। বিশুদ্ধ ও নির্দিষ্ট জ্ঞান যুক্তি বা যুক্তিধর্মিতার মাধ্যমে উপলব্ধ হয়। মূলস্রোতের দর্শন বা জ্ঞানতত্ত্ব চর্চায় দ্বিত্বতার যুক্তিশাস্ত্রকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এহেন জ্ঞানতত্ত্ব বিষয়তা, যৌক্তিকতা, বিমূর্ততাকেও সদ্‌গুণরূপে উপস্থাপিত করে। তাই দরদ, আবেগ, সম্পর্ক মূলস্রোতের জ্ঞানতত্ত্বে গৌণ অবস্থানে থাকে।

অপরদিকে নারীবাদী জ্ঞানতত্ত্ব অনুসারে জ্ঞান এবং জ্ঞাতার দৃষ্টিভঙ্গি অবস্থিত হয়। তারা মূলস্রোতের জ্ঞানতত্ত্বে সমর্থিত সদ্‌গুণগুলির বিরোধিতা করে। নারীবাদী মতে বিষয়তাকে পুনর্বিচারমূলকভাবে সংশোধন করতে হবে অথবা তাকে 'মিথ' মনে করে বাতিল করতে হবে। নারীবাদী তত্ত্ব নারীকেন্দ্রিক বিষয় সম্পর্কিত রাজনৈতিক ইস্তেহার মাত্র নয় আবার কেবল আন্দোলন বা আদর্শ নয়, এটি একটি দর্শন। এই দর্শন সম্পর্কিত থাকার যুক্তিতত্ত্বকে অনুসরণ করে, সম্পর্কের নৈতিকতার কথা বলে। মূলস্রোতের দর্শনে বিষয়তা এবং যৌক্তিকতার আদর্শগুলি বিবিধভাবে ব্যাখ্যাত হয়, ফলে এর কোনো সমরূপী ব্যাখ্যা থাকে না। নারীবাদী দর্শন তাই এই মর্মে মূলস্রোতের দর্শনের প্রতি অভিযোগ করে এবং বিষয়তা, যৌক্তিকতা, সত্যতা এবং জ্ঞানের ধারণার স্পষ্টতা ও সুরক্ষা দাবি করে।

নারীবাদী যে কোনোরকম মেরুকরণের বিরোধী। তাদের মতে রাজনৈতিক বিষয়গুলি যদি নারীবাদী জ্ঞানতত্ত্বে উপস্থিত থাকে তাহলে তা মূলস্রোতের জ্ঞানতত্ত্বেও উপস্থিত থাকবে আবার আবেগ যদি নারীবাদীর দ্বারা ব্যবহৃত জ্ঞানতাত্ত্বিক উপায় হয় তাহলে তা মূলস্রোতের জ্ঞানতত্ত্বেও ব্যবহৃত হতে পারে। নারীবাদী চিন্তকেরা কখনোই পুরুষতান্ত্রিক মূলস্রোতের তত্ত্বকে নারীকেন্দ্রিক দর্শন দ্বারা প্রতিস্থাপিত করতে চাননি, তারা জ্ঞানতত্ত্বকে কেবল পরিবর্তন করতে চান। নারীবাদীরা আবেগকে অধিক মূল্য দেন। দরদ, যাপিত অভিজ্ঞতা, আবেগ ইত্যাদি

হল নারীবাদ-স্বীকৃত সদ্‌গুণ। নারীবাদী চিন্তন বস্তুত জীবনের সম্পূর্ণতাকে উপলব্ধি করতে চায়—তাতে পুরুষের-জীবনও তাদের আগ্রহের বিষয় হয়ে ওঠে।

Susan Bordo এবং Genevieve Lloyd ব্যাখ্যা করেন যে যৌক্তিকতা ও বিষয়তার আদর্শ নির্মাণে পুরুষপক্ষপাত কাজ করে।[১] Susan Hekman বলেন যে মূলস্রোতের জ্ঞানতত্ত্বে যে দ্বিত্বতাগুলি রয়েছে যথা— প্রকৃতি/সংস্কৃতি, যৌক্তিকতা/অযৌক্তিকতা, বিষয়ী/বিষয় এবং পুরুষ/নারী—তা নারীবাদী জ্ঞানতত্ত্বে বিনির্মিত হবে।[২] Hekman আরও বলেন যে, এহেন বিনির্মাণ-এর ফলেই নারীবাদী আধুনিক জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রকল্পে এই দ্বিত্বতামূলক পূর্বানুমানকে অবজ্ঞা করা যাবে। মানব পরিচয়ের প্রসঙ্গে মেয়েলি সত্তার নিরিখে ব্যক্তির পরিচয় না দিয়ে এই দ্বিত্বতা নির্মূল করা যেতে পারে। নারীবাদী জ্ঞানতত্ত্বের লক্ষ্য হ'ল জ্ঞানতত্ত্বের সত্যতা, যৌক্তিকতা এবং জ্ঞান বিষয়ক তত্ত্বগুলিতে লিঙ্গ পক্ষপাত-এর প্রভাব থেকে তত্ত্বকে মুক্ত করা।

নারীবাদী জ্ঞানতত্ত্বের অধিকাংশ ধারণা মূলস্রোতের সমর্থিত বিজ্ঞানের সমালোচনার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। বিজ্ঞান যেভাবে লিঙ্গ-পক্ষপাত দোষে দুষ্ট হয়েছে এ-আলোচনা তার প্রতি দৃষ্টিপাত করে তার বিচার করে। নারী কীভাবে বিজ্ঞানে অনুপস্থিত শুধুমাত্র এই আলোচনায় নারীবাদী থেমে থাকেনি বরং তাঁরা দেখাতে চান যে কীভাবে নৃতত্ত্ব, বিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্বেও এ প্রকার লিঙ্গ পক্ষপাত নিহিত আছে।

Harding এবং Hintikka-র লেখা প্রাথমিকভাবে বিজ্ঞান চর্চা ও জ্ঞানতত্ত্বের গোড়ার দিকের কাজগুলিকে উপস্থাপিত করে।[৩] কিন্তু সেই সঙ্গে এটি নারীবাদী জ্ঞানতত্ত্বের যেমন মৌলিক এবং অনন্য অবদানগুলিকে উপস্থাপিত করে তেমনই নৈতিক ও রাজনৈতিক তত্ত্বের অন্তর্ভুক্তিকরণকেও তুলে ধরে।

বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের নির্মাণ পদ্ধতি এবং জিজ্ঞাসা সাধারণভাবে বৈজ্ঞানিক মূল্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে। নারীবাদী তাত্ত্বিক Nelson Longino বলেন যে, বৈজ্ঞানিক মূল্য ন্যূনতম লিঙ্গপক্ষপাতসম্পন্ন জ্ঞানতত্ত্ব নির্মাণে প্রয়াসী; আবার সেই বৈজ্ঞানিক মূল্যগুলি যাতে বৈজ্ঞানিক অনুমান ও বিচার পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হয় সেই বিষয়েও নজর দেওয়া হয়[৪]। নারীবাদী বিজ্ঞানচর্চা অনুসারে ভাল বিজ্ঞান (good science) কখনোই মূল্যহীন হয় না, তত্ত্ব নির্মাণে তার বিশেষ ভূমিকা থাকে। ভাল বিজ্ঞান বিচারপূর্বক মূল্য ও পূর্বানুমানকে চিহ্নিত করে আর সেগুলি কাজে লাগিয়ে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানতত্ত্ব নির্মাণ করে। পাশাপাশি বৈজ্ঞানিক সমস্যাগুলিতেও এহেন মূল্য ও পূর্বানুমানের ভূমিকা সক্রিয় হয়ে ওঠে।

নারীবাদী জ্ঞানতত্ত্বে বলা হয় জ্ঞাতা নির্দিষ্ট অবস্থানে থাকে এবং জ্ঞান ব্যক্তিক আদর্শের চেয়ে অনেক বেশি সম্প্রদায়ভিত্তিক উপলব্ধ বিষয় হয়ে ওঠে। এই স্থলে চিরায়ত জ্ঞানতাত্ত্বিক পূর্বানুমান ও নারীবাদী চর্চার মধ্যে একটি টানাপোড়েন তৈরি হয়। চিরায়ত জ্ঞানতাত্ত্বিক পূর্বানুমান অনুসারে সাধারণ, সার্বজনীন, জ্ঞানের বিমূর্ত ব্যাখ্যা ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান সম্ভব। নারীবাদী ধারণা অনুসারে চিরায়ত জ্ঞানতত্ত্বের বিমূর্ত ব্যাখ্যাগুলো আসলে সামাজিক প্রসঙ্গ থেকেই উদ্ভুত, তাতে স্পষ্টভাবে প্রসঙ্গ ও সংস্কার-সাপেক্ষতা লক্ষণীয়। নারীবাদী জ্ঞানতত্ত্ব রাজনৈতিক, জাগতিক পরীক্ষামূলক দিক এবং জ্ঞানতত্ত্বের বিমূর্ত সার্বজনীন বিরুদ্ধতার মধ্যে

অবস্থিত। এই জ্ঞানতত্ত্ব মূলস্রোতের জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রকল্পের বিচার ও সমালোচনার পাশাপাশি তার পুনর্গঠন করে স্বীয় পরিচয়ে একটি স্বতন্ত্র জ্ঞানতত্ত্ব হয়ে ওঠে। নারীবাদী জ্ঞানতত্ত্ব কোনো সমরূপী একরৈখিক সমালোচনা নয়, তা বৈচিত্র্যপূর্ণ ও বিবিধ জ্ঞানতাত্ত্বিক আবেদনকে তুলে ধরে। সেই বৈচিত্র্যময় জ্ঞানতত্ত্বের মধ্যে দৃষ্টিকোণ তত্ত্ব একটি অংশবিশেষ।

নারীবাদী অবস্থানিক তাত্ত্বিক তিনটি প্রধান দাবি রাখেন—প্রথমত, জ্ঞান সামাজিকরূপে অবস্থিত, দ্বিতীয়ত, অ-প্রান্তিক মানুষের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় যে বিশেষ সামাজিক অবস্থানের কারণেই প্রান্তবাসী বা প্রান্তিক গোষ্ঠীর মানুষ জগত ও তার বিষয় সম্পর্কে বেশি সচেতন হয় এবং সেগুলি নিয়ে নানা প্রশ্ন করতে সমর্থ হয়ে ওঠে। তৃতীয়ত, ক্ষমতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সম্পর্কগুলি নিয়ে গবেষণা করতে হ'লে প্রান্তিক মানুষের জীবন থেকেই তার অনুসন্ধান করা উচিত।

নারীবাদী অবস্থানিক জ্ঞানতত্ত্ব সমাজ ও সংস্কৃতি তথা বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিবাদে এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রদায়কের ভূমিকা পালন করে। দ্বিতীয় তরঙ্গের নারীবাদী চিন্তা থেকে উদ্ভূত এই তত্ত্ব বিশেষ প্রভাবশালী ও বিতর্কিত তত্ত্বরূপে চিহ্নিত হয়। এঁদের আলোচনায় রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতার সঙ্গে জ্ঞানের সম্বন্ধ কেন্দ্রীয় স্থান অধিকার করে। নারীবাদী অবস্থানিক তত্ত্ব বর্ণনামূলক এবং আদর্শমূলক—কারণ এটি জ্ঞানের উৎপাদন বা জ্ঞান প্রক্রিয়ার ওপর বিভিন্ন ক্ষমতা-কাঠামো কার্যত কী প্রভাব ফেলে তা নিয়ে আলোচনা করে। ফলে এক্ষেত্রে বিশ্লেষণ যেমন গুরুত্ব পায় তেমনই বিশেষ এক ধরনের অনুসন্ধান বা গবেষণা পদ্ধতি প্রস্তাবিত হয়—যেখানে প্রান্তিক জীবনের রাজনৈতিক সংগ্রাম থেকে উঠে আসা দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ গুরুত্ব পায়। ৭০-এর দশকে মার্ক্সবাদী নারীবাদী ও বিচারমূলক তাত্ত্বিক নারীবাদী প্রথম এই দৃষ্টিভঙ্গি তত্ত্বের প্রবর্তন করেন। তাঁদের অবদান বিশেষ একপ্রকার জ্ঞানতাত্ত্বিক ও গবেষণা পদ্ধতির পথ খুলে দেয় যা বিভিন্ন শাস্ত্রের কাঠামোরূপে গ্রহণীয় হয়ে ওঠে। যেসব নারীবাদী দার্শনিক অবস্থানিক তত্ত্বের সমর্থক তাঁরা হ'লেন Dorothy Smith, Nancy Hartsock, Sandra Harding, Patricia Hill Collins, Alison Jaggar ও Donna Haraway প্রমুখ।

অবস্থানিক তত্ত্বের সূত্র অনুসন্ধান করতে গেলে দেখা যায় এই তত্ত্বের জন্ম Hegel-এর Master/Slave বা প্রভু/ভৃত্যের দ্বান্দ্বিকতা (dialectic) থেকে। পরবর্তীতে হেগেল-এর এহেন চিন্তাধারায় কার্ল মার্ক্স-ও প্রভাবিত হন। হেগেল বলেন যে, অবদমিত ক্রীতদাসেরা প্রভুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে করতে আত্মসচেতন হয়ে ওঠে, ফলে বাস্তব বিষয়ে তারা জ্ঞানলাভ করে কর্মক্ষেত্রে শ্রমের মধ্য দিয়ে জগৎকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। হেগেল-এর ব্যাখ্যা অনুসারে যে-শ্রম প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কের মধ্যে সহজাতভাবে থাকে তা অবদমন এবং অন্যায়-এর অন্তর্দৃষ্টির উন্মেষ ঘটায়। হেগেল-এর মতে সেই অন্তর্দৃষ্টি প্রভুর থেকেও ভৃত্যের দৃষ্টিভঙ্গিতে অনেক বেশি বোধগম্য হয়। মার্ক্স ও এঙ্গেলস্-এর পরে লুকাচ এই হেগেলীয় ধারণার বিকাশ ঘটান শ্রেণি চেতনার দ্বান্দ্বিক-কাঠামোর মধ্যে। ফলে প্রলেতারিয়েতের এক ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ হয়।[৫] এহেন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির ধারণা বা জ্ঞানতাত্ত্বিক অবস্থানের দৌলতে প্রলেতারিয়েত মূলধনের মালিক বা নিয়ন্ত্রণের চেয়ে অনেক বেশি জগৎকে বুঝতে পারে ও

তার পরিবর্তন ঘটাতে পারে। হেগেলীয় ও মার্ক্সীয় ঐতিহ্য অবস্থানিক তাত্ত্বিকদের সৃষ্টিতত্ত্ব প্রদান করে।[৬] এই ঐতিহ্য অনুসারে প্রান্তিক অবস্থানে অবস্থিত ব্যক্তিবর্গ যেভাবে সামাজিক সম্পর্কগুলির অভিজ্ঞতা অর্জন করে তা তাদের বিশেষ জ্ঞানতাত্ত্বিক সুবিধা দেয় ও তাদের দৃষ্টিপথকে আরও উন্মুক্ত করে। Sandra Harding বলেন যে প্রান্তিকের জীবন থেকেই নতুনরূপে গবেষণার প্রশ্ন ও গুরুত্ব তৈরি হয়। প্রান্তিকেরা নির্দিষ্ট কিছু জ্ঞানতাত্ত্বিক সুবিধা ভোগ করে; ফলে সমস্যাকে ভিন্নরূপে দেখতে ও দেখাতে শেখায় যা অবদমনকারী গোষ্ঠী দেখতে পায় না।[৭] প্রান্তিকের অবস্থান ও দৃষ্টিকোণকে বোঝার জন্য প্রান্তিক গোষ্ঠীর সদস্য হওয়ার প্রয়োজন নেই। Sandra Harding বলেন যে হেগেল ক্রীতদাস ছিলেন না এবং মার্ক্স-ও প্রলেতারিয়েত গোষ্ঠীর সদস্য ছিলেন না। যদিও তাঁরা ক্রীতদাস ও প্রলেতারিয়েতের দৃষ্টিকোণ বা অবস্থানকে সনাক্ত করতে পারতেন। একজনের নিজস্ব অভিজ্ঞতার সমালোচনাপূর্ণ চিন্তাধারা ও বৃহত্তর সামাজিক রাজনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে তার নিজের সম্পর্ককে জুড়তে পারলেই সে নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে পারবে। তাই যে কোনো ব্যক্তির নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের ক্ষেত্রে নারী হওয়া প্রয়োজনীয় নয়।

যদিও অবস্থানিক তত্ত্বের জন্ম হেগেলীয় ও মার্ক্সীয় ঐতিহ্য অনুসরণেই তবু সাম্প্রতিক কিছু অবস্থানিক নারীবাদী তত্ত্ব অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞানতত্ত্বের ঐতিহ্যবাহী। এরূপ নারীবাদী জ্ঞানতত্ত্বগুলি অভিজ্ঞতার প্রতি চিরায়ত আভিজ্ঞতিক প্রতিশ্রুতিকে জ্ঞানের প্রারম্ভিক বিন্দুর অবধারণরূপে ব্যাখ্যা ও পরিব্যাপ্ত করে। কোয়াইন ও তার অনুসারীদের অনুসরণ করলে দেখা যায় যে, অবধারণ হল তত্ত্বকেন্দ্রিক ও তত্ত্ব নির্মাণের সরল উপাদান। ওই অবধারণভিত্তিক তথ্যগুলির set বা তথ্যসমষ্টি সমস্ত তত্ত্বের পক্ষে বিশ্বাসজনক প্রামাণ্য প্রদান করে।

নারীবাদী অবস্থানিক তাত্ত্বিকগণ নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বা নারীর অবস্থানের যৌক্তিক ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করার জন্য প্রলেতারিয়েতের দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিব্যাপ্ত ও পুনর্গঠন করে। নারীবাদী অবস্থানিক তত্ত্বের কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য হল জ্ঞানতাত্ত্বিক কর্তা এবং তার জ্ঞানকে তার সামাজিক ও ঐতিহাসিক অবস্থানের প্রেক্ষাপটে আকারায়িত করে। আর সেই অবস্থানের গুরুত্বকে জ্ঞানের অবদানের ক্ষেত্রে প্রচ্ছন্নভাবে মূল্যবান বলে মনে করে। এই তত্ত্ব জ্ঞানানুসন্ধানের মূল লক্ষ্যরূপে বিষয়তাকে প্রাধান্য দেয়। এর পাশাপাশি একইসঙ্গে জ্ঞানতাত্ত্বিক কর্তার জ্ঞানে সামাজিক অবস্থানের প্রভাবকে অন্তর্ভুক্ত করে ও তা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে বুঝতে চায়। চিরায়ত পূর্বানুমান থেকে এ ভাবনা একেবারে বিরোধী পথ অনুসরণ করে। চিরায়ত জ্ঞানতত্ত্ব জ্ঞানানুসন্ধান বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কায় যেখানে জ্ঞানকর্তার সামাজিক-ঐতিহাসিক অবস্থানের বিমূর্তিকরণ ঘটায়, সেখানে নারীবাদী অবস্থানিক তত্ত্ব একেবারে তার বিরুদ্ধ পথ অবলম্বন করে। নারীবাদী অবস্থানিক তত্ত্ব অনুসারে জ্ঞাতার সমস্ত প্রচেষ্টাই সামাজিকভাবে অবস্থিত। জ্ঞানতাত্ত্বিক কর্তার সামাজিক অবস্থান—তার লিঙ্গ, শ্রেণি, জাতি, যৌনতা শারীরিক ক্ষমতা—এই সবই আমাদের জানার পরিসর নির্ধারণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। আমাদের জ্ঞানতাত্ত্বিক চর্চার মধ্য দিয়ে জ্ঞানতাত্ত্বিক বিষয়ে সামাজিক অবস্থানের প্রভাব অনুভূত হয়, যা কেবল জগৎকে বুঝতে নয় বরং জগৎ আমাদের অভিজ্ঞতায় কীভাবে উপস্থাপিত হয় তা-ও ব্যক্ত করে।

নারীবাদী অবস্থানিক তত্ত্বের তাত্ত্বিক প্রতিশ্রুতি হ'ল জ্ঞানের মধ্যে ক্ষমতার সম্পর্ক যেভাবে বাঁকাপথে এসে পড়ে তা বিষয়ীতা দিয়ে বোঝার প্রয়োজন নেই বরং সেই সামাজিকভাবে অবস্থিত জ্ঞানটি সঠিক বিষয়তাধর্মী হতে পারে। নারীবাদী অবস্থানিক তত্ত্বের আদর্শমূলক দিকটি তার যে প্রতিশ্রুতি দ্বারা অনুভূত হয় তা হ'ল প্রান্তিক অবস্থানগুলি জ্ঞানতাত্ত্বিকভাবে উৎকৃষ্ট হওয়ায় এযাবৎ অস্বীকৃত অপরিচিত জ্ঞানতাত্ত্বিক উৎকর্ষগুলিকে তুলে ধরে মিথ্যাত্বকে সংশোধন করতে পারে ও প্রাক-অবদমিত সত্যগুলিকে প্রকাশ করে। অবস্থানিক তাত্ত্বিকদের মধ্যে অন্যতম Sandra Harding বলেন যে এই তত্ত্ব সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা কীভাবে জ্ঞানতাত্ত্বিক বৈজ্ঞানিক ও রাজনৈতিক সুবিধায় পরিণত হয় তা দেখতে শেখায়।

নারীবাদী অবস্থানিক তত্ত্বে 'অবস্থান' একটি সংকীর্ণ অর্থে মার্ক্সীয় তত্ত্বের প্রতি ঋণী, এই সংকীর্ণ অর্থে দৃষ্টিভঙ্গি বা অবস্থান হ'ল একটি অর্জিত সমষ্টিগত অভিন্নতা বা চেতনা যা কিনা অবস্থানিক জ্ঞানতত্ত্বের প্রারম্ভিক বিন্দু এবং বিশেষ ব্যক্তিসমষ্টির সামাজিক অবস্থানের রাজনৈতিক অর্জন। সমস্ত নারীবাদী অবস্থানিক তাত্ত্বিকগণ একটি বিষয়ে ঐকমত্য যে, অবস্থান কেবল নারী হওয়ার শক্তি-নির্ভর প্রেক্ষাপট বা Perspective নয় বরং ওই প্রেক্ষিত একজনের সামাজিক-ঐতিহাসিক অবস্থানের ওপর নির্ভর ক'রে জ্ঞানতত্ত্বের প্রারম্ভিক ক্ষেত্র নির্মাণ করে। এই অবস্থান সমষ্টিগত রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়, যে সংগ্রাম-এর বিজ্ঞান ও রাজনীতি উভয়ই প্রয়োজন। সমাজে অবদমনকারী ও অবদমিত উভয় শ্রেণির মধ্যে অবদমিত এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উৎকৃষ্টমূলক জ্ঞানতাত্ত্বিক ক্ষমতার অধিকারী হয়, যে ক্ষমতার স্বাদ থেকে অবদমনকারী বঞ্চিত। বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্ককে কেন্দ্র করে বিবিধ জীবন, বিবিধ ক্রিয়া আছে। সুতরাং প্রচ্ছন্নভাবে বিভিন্ন চেতনা এবং বিবিধ দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। চলমান নিয়ত পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রকল্প দৃষ্টিভঙ্গি বা নির্দিষ্ট অবস্থান অর্জনের জন্য যে সমালোচনামূলক অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে তা বাস্তবতার একটি নতুন দৃশ্যের উত্থান ঘটায়।

নারীবাদী অবস্থান তাত্ত্বিকদের মত অনুসারে জ্ঞানার্জনের পদ্ধতি শুরু হয় সঠিক অবস্থানকে সনাক্ত করা ও তার গুরুত্ব প্রদানের মধ্য দিয়ে। অধিক জ্ঞানতাত্ত্বিক যোগ্যতাসম্পন্ন প্রান্তবাসীর সাপেক্ষেই জ্ঞানতত্ত্বের সঠিক অবস্থানটি নির্দিষ্ট হয়। প্রান্তিক বা মূলস্রোতের চর্যায় অদৃশ্যমান ব্যক্তিবর্গ অবদমনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ক্রমে সচেতন হয়ে উঠে তাদের স্বর খুঁজতে থাকে। নারীবাদী অবস্থানিক তত্ত্ব বিদ্যাচর্চার পাশাপাশি নারীবাদের সক্রিয় আন্দোলনের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে। এটি কোনো আকস্মিক ঘটনামাত্র নয়, তত্ত্বমূলক নারীবাদী রাজনৈতিক চর্চা থেকে উঠে এসেছে। অবস্থান (standpoint)-এর উত্থান কেবল ব্যক্তি-নারীর আখ্যান নয়। অবস্থানের সাপেক্ষে আত্ম-সংজ্ঞা চিরায়ত প্রথায় ব্যক্তিক অভিন্নতার আত্ম-অধিকার প্রদান করে। আর তা সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে অবদমনকারীর কর্তৃত্বমূলক অবস্থানের প্রতি প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়। এহেন সত্তার দাবি বস্তুত 'আমার জীবন কেমন' ও 'কীভাবে আমি জগতের অভিজ্ঞতা লাভ করি'—এরূপ জ্ঞান থেকে গড়ে ওঠে। অবস্থান-এর উত্থান হ'লে জ্ঞানতাত্ত্বিক পদ্ধতি সেই অবস্থান বা দৃষ্টিকোণ-এর অধিকারীদের জীবন সম্পর্কে ক্ষমতা ও অধিকার অর্জনে সাহায্য করে। এই অবস্থানের অধিকারী হওয়ার ফলে তারা জ্ঞানের বিষয় না হয়ে বিষয়ী হয়ে

ওঠে। নারীবাদী অবস্থান থেকে উঠে আসা রাজনৈতিক চেতনার মাধ্যমে নারীর যাপিত অভিজ্ঞতার প্রারম্ভিক অনুসন্ধানে ধরা পড়ে যে, পুরুষের অবদমিত আদর্শগুলি বাস্তবকে বিকৃত করে। অবস্থানিক তত্ত্ব অনুসারে সঠিক অবস্থান আয়ত্ত হ'লে যে প্রশ্নগুলি ব্যক্তি বা গোষ্ঠী উত্থাপন করে সেগুলি সম্পর্কের বাস্তবতা অনুসন্ধানে সহায়ক হয়। এরূপ অবস্থান কর্তৃত্বশালী প্রেক্ষিত থেকে আয়ত্ত করা সম্ভবপর নয়। নারীবাদী অবস্থানিক তত্ত্বানুসারে সামাজিক কাঠামোয় বাঁচতে হ'লে একজন অবদমিত ও অবদমনকারী উভয়ের অভিজ্ঞতা, চর্যাকে বুঝতে হবে। তবে, অবদমনকারী এহেন জ্ঞানতাত্ত্বিক বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় উপনিবেশভুক্ত মানুষকে যেমন উপনিবেশকারীর ভাষা শিখতে হয় সেভাবে ঔপনিবেশিকতাকে টিকিয়ে রাখতে হ'লে উপনিবেশকারীর উপনিবেশভুক্ত মানুষগুলির ভাষা না শিখলেও চলে। উপনিবেশভুক্তের উপনিবেশকারীর জগতে অনুপ্রবেশের খানিক সুযোগ ঘটে বলে তাদের প্রেক্ষিত থেকে জগৎ কীভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে একটি প্রচ্ছন্ন বোধ জাগে। অপরদিকে উপনিবেশকারী তার সমস্ত বোধের দরজা রুদ্ধ করে উপনিবেশভুক্তের জগৎ সম্পর্কে নিজের মতো একটি একরৈখিক চিত্র গঠন করে। প্রান্তিক গোষ্ঠী বা নারীর একটি যুগ্ম দৃষ্টি (Double vision) কাজ করে যা তাকে নিজের অবস্থানে থেকে নিজের ক্রিয়া ও অভিজ্ঞতার পাশাপাশি সমাজে কেন্দ্রভুক্ত গোষ্ঠীয় চর্যা ও অভিজ্ঞতাকেও দেখতে ও বুঝতে শেখায়।

এখন নারীর প্রতি হিংসাত্মক আচরণ বা তার অবদমনের বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে, যেমন—সমস্ত শ্রেণি ও জাতির মধ্যে নারীর উপরেই কেন হিংসার আস্ফালন ঘটে? পারিবারিক হিংসার বিরুদ্ধে নারীবাদী অবস্থান গবেষকদের ওই হিংসার কারণ ও শর্তাবলী অনুসন্ধানে অনুপ্রাণিত করে। আর তা করতে গিয়ে গবেষকেরা পারিবারিক হিংসা কীভাবে শিশু, পুরুষ ও বৃদ্ধের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়—তা জানতে প্রয়াসী হন। নারীর যাপিত অভিজ্ঞতা থেকে যে সমস্যা উঠে আসে তা হ'ল কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গসাম্যাবস্থা বিঘ্নিত হয়। প্রশ্ন ওঠে নারীর দরদী কর্মগুলি অবমূল্যায়িত হয়ে কেন কম বেতনভুক্ত হয়ে যায়? নারী শরীরের স্বাভাবিক জৈবিক পদ্ধতি যেমন ঋতুচক্র, জন্মপ্রদান, রজঃনিবৃত্তি শারীরিক ও চিকিৎসাশাস্ত্রের সমস্যারূপে কেন চর্চিত হয়? নারী শরীরের কেন পণ্যায়ন হয় ইত্যাদি। অবদমনকারী ব্যতিরেকে অপর ব্যক্তিও অবদমনকারীর দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ ও তাত্ত্বিক কাঠামোয় অন্তর্ভুক্ত হতে বাধ্য হয়। এরূপ পিতৃতন্ত্র উৎসারিত তাত্ত্বিক কাঠামো নারী ও অপরাপর প্রান্তিক মানুষগুলির ব্যক্তিক বিশ্ব ও লৌকিক সম্পর্কীয় বিশ্বের অর্থ প্রদানে ব্যর্থ হয়। নারীবাদী অবস্থানিক তত্ত্বানুসারে যথার্থ তাত্ত্বিক ধারণামূলক কাঠামোয় প্রান্তিক জ্ঞানিক বিষয়ী হয়ে তার অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত জ্ঞানীয় যন্ত্র বা বিষয় প্রদানে পারঙ্গম হয়। প্রান্তিকগণ জ্ঞানের বিষয় হওয়ার পরিবর্তে বিষয়ী হয়ে ওঠায় তাদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে সঠিকরূপে চিন্তা করে ও তা উপস্থাপিত করতে পারে। অপরদিকে অস্তিত্বশীল মূলস্রোতের তাত্ত্বিক কাঠামোর কোনো ব্যবহার নেই এ কথা বলা যায় না কারণ ওই তাত্ত্বিক কাঠামো থেকেই নারীর বিরোধিতা ও সমালোচনা সূচিত হয়। আর নারী বা প্রান্তিকের নিজস্ব অবস্থান আয়ত্ত হ'লে তা উত্থিত বিরোধিতার সমাধা ক'রে শূন্যস্থান পূরণ করে ও নীরব স্বরগুলিকে সনাক্ত করে।

অবস্থানিক তাত্ত্বিকেরা বলেন একজনের সামাজিক অবস্থানের দ্বারাই কেবল তার জ্ঞানতাত্ত্বিক যোগ্যতা নির্ধারিত হয় না বরং তা সমষ্টিগত রাজনৈতিক শ্রমের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়। তাত্ত্বিকগণ বলেন যে, প্রান্তিকের অভিজ্ঞতা বর্ণনার মাধ্যমে গবেষণার উদ্দেশ্য, ক্ষেত্র অথবা নীতি প্রকাশিত হতে পারে আবার তা বিষয়তা চূড়ান্তকরণের উৎসও হতে পারে। আর এই বিষয়তা চূড়ান্তকরণের প্রশ্নটি আমাদের বিশ্বাস, সংস্কার এবং সমাজে অবদমনকারী শ্রেণির পক্ষপাতগুলিকে পরীক্ষা করে। এইভাবে নারীবাদী দৃষ্টিকোণ, তাত্ত্বিকগণ বলেন যে, অবদমনকারী শ্রেণির অভিজ্ঞতা থেকে উঠে আসা প্রশ্নগুলিকে অনুমোদন করার চেয়ে সকলের জীবনের কম পক্ষপাতযুক্ত ও অবিকৃত বোধ অর্জন করা শ্রেয়। অর্থাৎ নারী জীবনের বাস্তবতা সেই প্রশ্নগুলিকে তুলে ধরে যা সম্পূর্ণ বিষয়ধর্মী ও কম পক্ষপাতযুক্ত হয়।

প্রান্তে অবস্থানকারী ব্যক্তিবর্গ তথা নারীর দুপ্রকার দৃশ্যায়ণ ক্ষমতা থাকে। স্তরায়নভুক্ত পিতৃতান্ত্রিক সমাজে মেয়েরা সমাজের প্রান্তে থাকে এবং সেই প্রান্তিক অবস্থান থেকে তারা জগৎকে দেখার মাত্রা নির্মাণ করে। প্রান্তিক অবস্থান থেকে কেন্দ্রকে আবার কেন্দ্রীয় অবস্থান থেকে প্রান্তিকতা দেখে। কর্মসূত্রে তাদের ক্ষমতাসীন অবস্থানের অংশগ্রহণ করতে হয় বলে কেন্দ্রের অবস্থান থেকে তারা প্রান্তিকতাকে বোঝে আবার নিজের অবস্থান থেকে নিজেকে ভাল ভাবে জানে, বোঝে। তাই জ্ঞানতাত্ত্বিক দিক থেকে নারী যোগ্যতর রূপে বিবেচিত হয়। সমাজে সে আপাত ক্ষমতাসীন ক্ষেত্রে না থাকার কারণে জীবনের বিভিন্ন মাত্রাগুলিকে স্পষ্টত উপলব্ধি করে তাই জ্ঞানতাত্ত্বিকভাবে সে সুবিধাজনক অবস্থানে আসীন হয়।

নারীবাদী আভিজ্ঞতিক জ্ঞানতত্ত্বের সঙ্গে তফাতের নিরিখে নারীবাদী অবস্থানিক তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। নারীবাদী অভিজ্ঞতাবাদীগণ মনে করেন যে মূলস্রোতের তাত্ত্বিক পদ্ধতি ও আদর্শে অপর্যাপ্ত দরদ ও প্রচেষ্টাই গবেষণায় যৌনহেনস্থা এবং পুংকেন্দ্রিকতার কারণ। মূলস্রোতের বিদ্যাচর্চার পদ্ধতি ও আদর্শ এতটাই দুর্বল যে গবেষণার ফলে সামাজিক মূল্য, আগ্রহ নির্দিষ্ট বিষয়সূচি যা বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ে সম্পূর্ণত ব্যপ্ত; তা সনাক্ত ও অপসৃত করতে পারে না। অর্থাৎ এরূপ গবেষণায় বিষয়তা এতটাই দুর্বল হয় যে, তা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পুংলিঙ্গকেন্দ্রিক ও যৌনহেনস্থামূলক পূর্বানুমানকে সনাক্ত করতে পারে না। অবস্থানিক তত্ত্ব এই সমস্যাকেই সনাক্ত ক'রে ভাল পদ্ধতির সবলতর মানদন্ড উৎপাদন করে। আর তার মাধ্যমে বিষয়তার সবলীকরণ করে।

ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে স্বতঃস্ফূর্ত নারীবাদী অভিজ্ঞতাবাদী বলেন যে সামাজিক মুক্তি আন্দোলন জগৎকে ব্যাপ্ত প্রেক্ষিতে দেখতে সাহায্য করে, যা জ্ঞান ও পর্যবেক্ষণের আবৃত সত্যকে মুক্ত করে দেয়—এ প্রসঙ্গে নারীবাদী অভিজ্ঞতাবাদী ও অবস্থানিক তাত্ত্বিকগণ সহমত। তবে অবস্থানিক তাত্ত্বিকগণের মতে সামাজিক আন্দোলন ছাড়াও তার প্রভাবের জন্য অপেক্ষা করা যেতে পারে; যা প্রকৃতি ও সামাজিক সম্পর্কের কারণিক ব্যাখ্যা প্রদান প্রসঙ্গে চূড়ান্তভাবে বিষয়তা উৎপাদন করতে পারে। জ্ঞানতাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিকভাবে ঐতিহাসিক অবস্থানে ভাল পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে, ইতিহাসকে উৎস হিসেবে ব্যবহার ক'রে সামাজিকভাবে অবস্থিত জ্ঞানীয় প্রকল্প নির্মাণ করে। স্বতঃস্ফূর্ত নারীবাদী অভিজ্ঞতাবাদের মূল শক্তি হ'ল গবেষণার ফলে যৌন ও অ-যৌন হেনস্থামূলক উৎপাদনের ব্যাখ্যা করা ও বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্র বা

অবদমনকারী দর্শনের বিজ্ঞানকে প্রশ্নবিদ্ধ করা। অবদমনকারী শ্রেণি সমাজে যেভাবে বৈজ্ঞানিক যৌক্তিকতা ও বিষয়তা দাবি করে প্রান্তিক ব্যক্তিগণ-ই সেই বিষয়তার প্রতি প্রশ্ন তোলে। জ্ঞান সবসময়ই সামাজিকভাবে অবস্থিত। অবদমনকারী শ্রেণি তাদের সুবিধাজনক সামাজিক অবস্থানের কারণেই জ্ঞানীয় ক্ষেত্রে অযোগ্য বলে বিবেচিত হয়।

সমাজ, জাতি, জাতিগত রূপ শ্রেণি, লিঙ্গ, যৌনতা দ্বারা আকারায়িত হয়। সামাজিক স্তরায়নে যারা উচ্চে অবস্থান করে তারা নিজেদের অবস্থান ও সেই অবস্থান থেকে বহির্জগৎকে বোঝার চেষ্টা করে। ফলে সেই প্রেক্ষিত থেকে ব্যক্তিক সম্পর্ক এবং প্রাকৃতিক জগতের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক দৃশ্যমান হয় না। বিপরীতে যারা সমাজে নিম্নে বসবাস করে তারাই প্রকৃত ব্যক্তিক সম্পর্ক ও প্রাকৃতিক জগৎ ও ব্যক্তির অন্তর্বর্তী সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করতে পারে। প্রান্তিক মানুষ যেভাবে তার জীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করে তা নির্দিষ্টভাবে তাৎপর্যপূর্ণ সমস্যাকে ব্যাখ্যা করে গবেষণার লক্ষ্য প্রদান করে।

Dorothy Smith বলেন যে, নারীর অভিজ্ঞতা নারীবাদী জ্ঞানের ভিত্তি এবং সেই জ্ঞান সমাজ পরিবর্তনের সহায়ক।[৮] নারীর জীবন ও অভিজ্ঞতা জ্ঞানের প্রারম্ভিক বিন্দু প্রদান করতে পারে, নতুন এবং সমালোচনাপূর্ণ প্রশ্ন তৈরি করতে পারে—যে প্রশ্ন কেবল নারীর জীবন নয় পুরুষের জীবন এবং গুরুত্বপূর্ণভাবে তাদের করণিক সম্পর্ক নিয়েও প্রশ্ন তৈরি করে। শাসক শ্রেণি রূপে পুরুষ নারীর মূর্ত কাজের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিমূর্ত ধারণার জগতে প্রবেশ করে। Smith বলেন নারীর ক্রিয়াকে নির্দিষ্টভাবে মানুষের সংস্কৃতি ও ইতিহাসের অংশ হিসেবে দেখার অসুবিধা থাকায় পুরুষ তার ক্রিয়ার প্রেক্ষিত থেকে নারী ও নারীর কর্মময় পৃথিবীকে অদৃশ্য করে দেয়। নারীর জীবন থেকে জ্ঞানতত্ত্বের প্রারম্ভ হ'লে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্থান হয়—প্রথমত কেন প্রাথমিকভাবে নারীর প্রতি মূর্ত কর্মের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় যা পুরুষের মননের জগতে অদৃশ্য হয়ে যায়? অর্থনীতি, রাষ্ট্র, পরিবার, শিক্ষা ব্যবস্থায় এর কী প্রভাব পড়ে? নারীর ক্রিয়াকর্ম কেন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের শরীরী ও আবেগপ্রবণ কাজে চিহ্নিত হয় এবং অপরকে মননের কাজেই কেন যুক্ত করা হয়? —এই প্রশ্নগুলি নারীর ও পুরুষের জগৎ এবং তাদের কারণিক সম্পর্কের প্রতি কম পক্ষপাতদুষ্ট ও বিকৃত বোধ তৈরি করে।[৯]

অবস্থানিক জ্ঞানতত্ত্ব কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়রূপে জ্ঞান এবং রাজনীতির মধ্যে একটি সম্পর্ক তৈরি করে, জ্ঞানোৎপাদন ও জ্ঞানোৎপাদনে বিভিন্ন ধরনের রাজনীতির প্রভাব সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদানে প্রচেষ্ট হয়। নারীবাদী অভিজ্ঞতাবাদ জ্ঞানোৎপাদনে রাজনীতির প্রভাব স্বীকার করলেও নারীবাদ-পূর্ব অভিজ্ঞতাবাদ জ্ঞানোৎপাদনে রাজনীতির প্রভাবকে অস্বীকার করতো। অভিজ্ঞতাবাদ বিজ্ঞানকে সবরকম পক্ষপাত ও রাজনীতি থেকে মুক্ত করে বুঝে নিতে চায়। অবস্থানিক তত্ত্ব জ্ঞানোৎপাদনে রাজনীতির প্রভাব মুক্ত করে রাখার পদ্ধতিকে অত্যন্ত দুর্বল বলে মনে করে। মূলস্রোতের অভিজ্ঞতাবাদী দর্শন বিজ্ঞানে রাজনীতির আলোচনাকে অনধিকার চর্চা বলে মনে করে। ফলে অবদমিতের জীবন থেকে যে সমালোচনাপূর্ণ প্রশ্ন নির্মিত হয় তা এরূপ মূলস্রোতের তাত্ত্বিক চর্চায় স্বীকারের কোনও সুযোগ থাকে না, তাই এরূপ বিজ্ঞানের গবেষণায় বিষয়তা অবমূল্যায়িত হয়। অবস্থানিক তত্ত্ব শুরু হয় প্রান্তিকের জীবন থেকে, তাদের মতে জ্ঞান সামাজিকভাবে অবস্থিত এবং কিছু বিষয়গত সামাজিক অবস্থান

গুরুত্বপূর্ণ। নারীর জীবন এবং অভিজ্ঞতা নারীবাদী অবস্থানিক তত্ত্বের জ্ঞানীয় ভিত্তি প্রদান করে। অবস্থানিক তত্ত্বগুলি ইতিহাস এবং সামাজিক জীবনে সম্পৃক্ত। এই তত্ত্বের স্থানীয় প্রকল্প সার্বজনীন মানবিক সমস্যা উৎপাদনের দাবী রাখে না, তা নিরপেক্ষ বা ঈশ্বরের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণেও প্রতিশ্রুতি দেয় না। তাদের মতে ব্যক্তির সমস্ত চিন্তন শুরু হয় সামাজিকতায় তার নির্দিষ্ট জীবন থেকে। সমাজতাত্ত্বিকের অবস্থান নিরপেক্ষ বিষয়গত জ্ঞানকে নারীবাদী অবস্থানিক তাত্ত্বিক মূল্যহীন বলে মনে করে। অবস্থানিক তত্ত্বের ধারণা সংক্রান্ত পদ্ধতি এবং প্রাসঙ্গিকতা সমাজের একটি নির্দিষ্ট অবস্থান থেকে বিষয়বস্তুকে সংগঠিত করে। অবস্থানিক তত্ত্বমতে স্থানীয় প্রকল্পে সামাজিক অবস্থান অনস্বীকার্য, তাই এই তত্ত্ব ক্রমে নিয়মনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক উপায়ে রূপান্তরিত হয়। আজকের যুগে খুব কম চিন্তাবিদ-ই মনে করেন যে, জগৎ সম্বন্ধে শুধুমাত্র একটি নির্ভরযোগ্য যুক্তি প্রদত্ত চিত্র আছে এবং জগতের সকল শৃঙ্খলা একসূত্রে বাঁধা। মানুষের জ্ঞান আসলে এই সার্বজনীন চিরন্তন সত্য জগতের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে। এই বিষয়টি একটি নতুন প্রশ্নের সম্মুখীন করে, আগে জ্ঞানতাত্ত্বিকেরা প্রশ্ন করতেন যে কোনো জ্ঞান বা জ্ঞাতা objective হ'ল কিনা, এখন প্রশ্ন ওঠে তা বিষয়তার কথা বলবে না সাপেক্ষবাদ?

Sandra Harding জানতে চাইলেন পূর্বস্বীকৃত Objectivism বা বিষয়তা-কে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজন আছে কি? আরও জানতে চান যে objectivity বা বিষয়তার বিশেষ অর্থটি কী এবং তাকে বোঝার কোনো বিকল্প প্রেক্ষিত আছে কিনা—যার দ্বারা জগৎ এবং সমাজকে বোঝার বর্তমান প্রয়াস অধিক কার্যকরী হয়ে ওঠে।[১০]

বিষয়তার ধারণাকে জ্ঞানতত্ত্ব অধিবিদ্যা এবং নীতিবিদা—সব ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়েছে। মূলস্রোতের দার্শনিকগণ বিষয়তাকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছে নারীবাদী তার পরিবর্তন সাধন করেছেন। Harding বলেছেন আজ পর্যন্ত যেভাবে বিষয়তাকে মূলস্রোতের দার্শনিকগণ ব্যবহার করেছেন সেটা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, নিরপেক্ষ, বিমূর্ত এবং জ্ঞাতার প্রেক্ষিত- নিরপেক্ষ নির্মাণ। অর্থাৎ যে জ্ঞাতা হবে তার যেমন কোনো দৃষ্টিভঙ্গি থাকবে না আবার যে বিষয়কে সে জানবে তার-ও কোনো পরিস্থিতি নির্ভরশীলতা থাকবে না। আবার যে পদ্ধতি দিয়ে একজন জ্ঞান লাভ করবে তা-ও বিষয়গত হবে। জ্ঞাতা সম্পূর্ণত বিচ্ছিন্ন হবে এবং বস্তুর স্বরূপ ঠিক যেমন সেভাবেই তাকে দেখবে—মূলস্রোতের দর্শনানুসারে এটিই ছিল জ্ঞানের সংজ্ঞা।

নারীবাদী এহেন ঐতিহ্যবাহী মূলস্রোতের দর্শনের জ্ঞানের ধারণাকে অস্বীকার করেন তাদের মতে জ্ঞাতা অবস্থিত তাই জ্ঞান-ও অবস্থিত হয়। এই সম্পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ব্যতিরেকে প্রকৃত জ্ঞান লাভ সম্ভবই নয়। Harding-এর মতে মানুষের অবস্থানকে objectivist বা relativist হতেই হবে—এমন কোনও বাধ্যতা নেই। তিনি বলেন এই দুই চূড়ান্ত মতের মধ্যবর্তী নিশ্চয়ই কোনো মত আছে। এই প্রসঙ্গেই তিনি Strong objectivity বা সবল বিষয়তার কথা বলেছেন।

Harding-এর মতে বিষয়তা মাত্রই প্রসঙ্গ-সংবেদী হবে। প্রসঙ্গ সংবেদী হ'লে স্তরায়নভুক্ত সমাজের ক্ষমতার প্রভাব এসে পড়ায় সেই বিষয়তায় রাজনীতি থাকে। এই বিষয়তাকে অস্বীকার করলে একটি কল্পিত জগৎ তৈরি হয় যাতে নিরপেক্ষতা, বিমূর্ততা দৃষ্টিভঙ্গিশূন্যতা থাকে। উনি একেই 'Weak objectivity' বা দুর্বল বিষয়তা বলেন।

এর বিপরীতে সবল বিষয়তা অনুসন্ধান বা গবেষণা প্রকল্পের মধ্যে জ্ঞান বিবৃতকারী স্বার্থ এবং মূল্যবোধের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেয়। কারণ, তাঁর মতে কোনো নিরপেক্ষ অবস্থান জরুরী নয় আবার উপযোগী-ও নয়। মানুষের সমাজে যে অসাম্য, উচ্চ-নীচ স্তরভেদ আছে তা Harding মেনেছেন। সবল বিষয়তা তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠার সময় উনি অসাম্যকে সামাজিক সত্যরূপে স্বীকার করে নিয়েছেন। কিছু কিছু অবস্থান বিষয়তাকে দুর্বল করে আবার কিছু অবস্থান বিষয়তাকে সবল করে। সবল বিষয়তা প্রান্তবাসীর জীবন থেকেই শুরু হয়, যা অনেকাংশেই বাস্তব-সদৃশ। জগতে সত্যকে খুঁজতে চাইলে ক্ষমতাহীন-এর অবস্থান থেকে শুরু করতে হবে, ক্ষমতাবানের সত্যিতে আস্থা রাখা যাবে না।

মূলস্রোতে বিষয়তার ধারণাটি Harding-এর মতে দুর্বল, কারণ এই দর্শন যে সকল লক্ষ্য লাভে আগ্রহী তাদের কোনোটিই বিষয়তার সাহায্যে প্রাপ্ত নয়। অতএব বিনা দ্বিধায় বলা যায় যে নারীবাদী ও অন্যান্য সামাজিক আন্দোলনকারীর লক্ষ্য পূরণে এমন বিষয়তা পর্যাপ্ত নয়।

নারীবাদী পূর্বস্বীকৃত বিষয়তায় কতটুকু গ্রহণ বা বর্জন করতে হবে সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে বলেন। বিষয়তা নিয়ে সমস্যাগুলি হ'ল—

প্রথমত, এই শব্দের কোনো একক অর্থ নেই। ব্যক্তিমানুষ বা গোষ্ঠীকে এই বিষয়তার বিশেষণ দেওয়া হয়। অনেক সময় বলা হয় আবেগসম্পন্ন, নিরপেক্ষতার অভাবযুক্তরা বিষয়তার বিচার ব্যবস্থায় অক্ষম।

দ্বিতীয়ত, অনেক ক্ষেত্রে বিষয়তা জ্ঞান বা জ্ঞানমূলক দাবির বৈশিষ্ট্য হয়। সেক্ষেত্রে মনে করা হয় যখন একটি জ্ঞানের দাবি বিষয়ধর্মী হয় তখন সেটি সাক্ষ্যপ্রমাণের দ্বারা যথোপযুক্তভাবে সমর্থিত হয়।

তৃতীয়ত, পদ্ধতির ক্ষেত্রেও বিষয়তার বৈশিষ্ট্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যে পদ্ধতি নৈর্ব্যক্তিক ন্যায্য এবং নির্দিষ্ট মানদণ্ড অনুসারে হয় তখন সেটি সাক্ষ্যপ্রমাণের দ্বারা যথোপযুক্তভাবে সমর্থিত হয়।

চতুর্থত, জ্ঞান অনুসন্ধানকারী কিছু গোষ্ঠীকে এই আখ্যা দেওয়া হয়। যেমন আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক গোষ্ঠীকে এই objective আখ্যা দেওয়া হয়।

এই অর্থগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হ'লেও বিষয়তার কোনো সামান্য ধর্ম পাওয়া যায় না। তথাপি দার্শনিকগণ মনে করেন যে কোনো কিছু বিষয়ধর্মী হ'লে তার মধ্যে মূল্য নিরপেক্ষতা থাকে। এই বিষয়তা আধুনিক দার্শনিকদের কাছে অতি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য কারণ এটি মানুষের জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়ক এবং যে সকল জ্ঞান সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়ার মর্যাদা পায় তা-ও বিষয়তা বিশিষ্ট। নারীবাদী মননে এহেন বিষয়তাকে গুরুত্ব দেওয়া বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং পদ্ধতি নানাভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হয়।

মূলস্রোতের বিষয়তাবাদ যে সকল প্রতিষ্ঠান এবং রীতিনীতিকে অনুমোদন করে সেগুলির মাধ্যমে নানাপ্রকার বিকৃত এবং অবদমিত অবস্থার সৃষ্টি হয়। যদিও বিষয়তাবাদ প্রাকৃতিক, স্বাভাবিক, নিরপেক্ষ, অনৈতিহাসিক এবং সর্বজনীন হওয়ার দাবি রাখে তথাপি ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীগুলি বিষয়তাবাদের নামে নানা তথ্য এবং ব্যাখ্যা হস্তগত করে যেগুলি তাদের কর্তৃত্ব করার হাতিয়ার হয়ে ওঠে। জ্ঞান প্রাপ্তির বিশেষ ফল হ'ল ভবিষ্যতকে পূর্ব থেকে নির্ধারণ করা

এবং জগতের বস্তু এবং ব্যক্তি সকলকে নিয়ন্ত্রণে রাখা। নারীবাদীরা বলেন আধুনিক বিজ্ঞানের বিষয়তার নামে প্রকৃতি এবং মানব সমাজের ওপর নানাপ্রকার ব্যাখ্যা এবং নিয়ম আরোপ করে, যা কখনোই নিরপেক্ষ নয়।

Harding এর বিপরীতে "Strong objectivity" বা সবল বিষয়তা এক বিশেষ ধরনের বিষয়তার উল্লেখ করেন যা standpoint epistemology বা অবস্থানিক জ্ঞানতত্ত্বের ফসল। তাঁর মতে এহেন সবল বিষয়তা বিজ্ঞানের কর্তৃত্বকে নিষেধ করে। Harding-এর মতে বিষয়তা বৃদ্ধির অর্থ নিরপেক্ষতা বৃদ্ধি নয় বরং বেশ কিছু ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা বিষয়তার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। তিনি প্রচলিত বিষয়তার ধারণাকে দুর্বল বিষয়তা বলেন এবং কীভাবে নিরপেক্ষতা বিষয়তা বৃদ্ধির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় তা যুক্তি সহকারে দেখানোর চেষ্টা করেন।

তিনি বিষয়তার যে উত্তর আধুনিকীকরণ করেছেন তাতে যে রাজনৈতিক প্রভাব এসে পড়ে তাকে দুভাগে ভাগ করেছেন—আন্তর রাজনীতি এবং বাহ্যিক রাজনীতি।[১১]

বিশেষ কতকগুলি মানুষের স্বার্থ বা লক্ষ্য পূরণে বিজ্ঞান কাজ করে, এবং সামাজিক সম্পর্ক বিষয়ে বিজ্ঞানীরা বিশেষ ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন—এই ধরনের রাজনীতি বিজ্ঞানের ওপর কার্যকরী হয়। বিজ্ঞানের বাইরে থেকে কতকগুলি উপাদান বিজ্ঞানকে কলুষিত করে, এই মতানুসারে বিজ্ঞান রাজনীতি মুক্ত হলেও বিজ্ঞানে এই রাজনীতি যুক্ত হয়ে পড়ে। এই রাজনীতিকেই বাহ্যিক রাজনীতি বলা হয়।

বাহ্যিক রাজনীতির দ্বারা রাজনীতি সমন্বিত বিজ্ঞানকে সরাসরি অরাজনৈতিক হিসাবে উপস্থাপিত করা হয়। বিজ্ঞানকে অরাজনৈতিক প্রতিপন্ন করার জন্য কিছু কর্মপ্রণালী বা প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতি চলতেই থাকে যেমন অধিপত্যকারী গোষ্ঠীর সমর্থন না দেওয়া, বক্তব্যকে সমাজে প্রচার করতে না দেওয়া, অর্থের অনুদান না দেওয়া ইত্যাদি। ফলে একই সময়ে একই বিষয় নিয়ে গবেষিত বিষয়গুলির মধ্যে একটি জনসমক্ষে প্রচারিত হয় এবং অপরটিকে প্রচারের আলোয় আসতেই দেওয়া হয় না। নারীবাদীগণ মনে করেন এর পিছনেও পুরুষতন্ত্রের যোগ থাকে। যে বিজ্ঞানচর্চা পিতৃতন্ত্রকে সমর্থন করবে যেমন দর্শনের 'laws of thought'-এর নীতিগুলি পিতৃতন্ত্রের ধারক ও বাহক হওয়ার জন্য দর্শনে আধিপত্য স্থাপন করতে পেরেছে। ফলে এই প্রকার রাজনীতি জোর করে বিজ্ঞানের ওপর আরোপ করা হয়। এই প্রকার রাজনীতি কোনোভাবেই বিজ্ঞান ও রাজনীতির বিষয়নিষ্ঠতারূপ নিরপেক্ষতা দিতে পারে না। ফলে বাহ্যিক অর্থের রাজনীতি বিজ্ঞানের স্বাধীনতাকে খর্ব করে। সে বিষয়নিষ্ঠতার ধারণাকেই অস্পষ্ট করে দেয়।

অপরপক্ষে, যে রাজনীতিতে পুরোপুরি দৃশ্যমানভাবে ক্ষমতার প্রয়োগ দেখা যায় না, বরং কিছু কর্তৃত্বশালী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গবেষণা পদ্ধতি, প্রযুক্তি এবং বৈজ্ঞানিক ভাষা বা বিজ্ঞানের মধ্যে ঢুকে পড়ে, সেই রাজনীতিকেই অভ্যন্তরীণ রাজনীতি বলা হয়। আন্তর রাজনীতির ক্ষেত্রে Harding মনে করেন এই প্রকার রাজনীতি বিজ্ঞানের ওপর কার্যকরী করা হয় না, বরং তা বিজ্ঞানের মধ্য দিয়ে কার্যকরী হয়ে ওঠে। অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্যগুলির ভিতরেই এই প্রকার রাজনীতি নিহিত থাকে। পশ্চিমী বিজ্ঞানেও সম্পূর্ণ পশ্চিমী প্রকরণ ও প্রাক্‌সিদ্ধি মেনেই

বৈজ্ঞানিক কার্যপ্রণালী সম্পন্ন হয়। এ ধরনের রাজনীতিটি বাহ্যিকভাবে আরোপিত নয়, এ প্রকার রাজনীতি বিজ্ঞান চর্চায় প্রোথিত হয়ে রয়েছে। তাঁর মতে নিরপেক্ষতা নামক জ্ঞানতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য কখনোই এহেন রাজনৈতিকতাকে সনাক্ত ও প্রতিহত করতে পারে না। তাই তাঁর মতে বিজ্ঞানের মধ্যে পক্ষপাতযুক্ত ক্ষমতার যে রাজনীতি থাকে তাকে মোকাবিলা করতে হ'লে তথাকথিত বিজ্ঞানের পরিমন্ডলের বাইরে এসে তার পর্যালোচনা ও সমালোচনা করতে হবে। তা না করা গেলে জ্ঞানটি বিকৃত হয়ে উঠবে। কারণ বিজ্ঞান চর্চার সূত্রপাত থেকেই পিতৃতান্ত্রিক রাজনীতি অনুস্যূত হয়ে থাকে।

Harding-এর মতে আমাদের বিষয়তা বৃদ্ধির লক্ষ্যকে নিরপেক্ষতার লক্ষ্য থেকে পৃথক রাখতে হবে। না রাখতে পারলে বৈজ্ঞানিক প্রকল্পে জ্ঞানের প্রতিবন্ধক সীমায়িত মূল্যবোধ ও স্বার্থগুলিকে চিহ্নিত করতে পারা যাবে না। তাই দুর্বল বিষয়তা গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু এই বিষয়তাটি চিরাচরিত দর্শনে নিরপেক্ষতার আদর্শযুক্ত হয়ে সকলের কাছে শ্রেষ্ঠত্ব পেয়েছে। তিনি দেখালেন, সাধারণ মানুষ এবং বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন স্বার্থ এবং মূল্যবোধের পার্থক্য আছে। তাছাড়া দুর্বল বিষয়তা আদর্শকে চিহ্নিত করতে পারে না। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সমস্যায় যে সব মূল্যবোধ বা স্বার্থ জড়িয়ে থাকে তা দুর্বল বিষয়তা দিয়ে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। বিজ্ঞানের সংস্কৃতি জুড়ে যে পুরুষ-পক্ষপাত ও বুর্জোয়া শর্তগুলি প্রোথিত তা আসলে বিজ্ঞানের ব্যর্থতার উদাহরণ।

অবস্থানিক তত্ত্ব জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত রাজনীতিতে বেশি জোর দেওয়ার চেষ্টা করে। ভিন্ন ভিন্ন ধরনের রাজনীতি ভিন্ন ভিন্ন ধরনের জ্ঞান উৎপাদনের কারণ হয়। সাধারণত রাজনীতি বলতে মন্দ রাজনীতি-ই বোঝায়। তাই জ্ঞানকে রাজনীতি মুক্ত করে বিশুদ্ধভাবে উপস্থাপনা করতে চাওয়া হয়। কিন্তু Harding-এর মতে সমস্ত জ্ঞানীয় পদক্ষেপ-ই আসলে সামাজিকভাবে অবস্থিত। সকল জ্ঞানের দাবিগুলো সামাজিক প্রেক্ষিতে স্থাপিত এবং সকল সামাজিক অবস্থানের মধ্যে কিছু অপরের তুলনায় উন্নত। অর্থাৎ জ্ঞানের প্রকল্প আরম্ভ করার জন্য যেগুলি লাভজনক। বিশেষত সেগুলির দ্বারা বিজ্ঞানসম্মত বিশ্ব ধারণা এবং পাশ্চাত্যের চিন্তার কতকগুলি মৌলিক পূর্বশর্ত জুড়ে আছে, যেগুলিকে বিশেষ সামাজিক প্রেক্ষিত থেকে প্রশ্ন করা হয়। অবস্থানিক তত্ত্ব বিষয়তাকে সর্বোচ্চ স্তরে নিয়ে গিয়ে এমন জ্ঞানোৎপাদনে আগ্রহী হয় যে, তা যেন শুধুমাত্র কর্তৃত্বশালী শক্তিমান গোষ্ঠীর স্বার্থসিদ্ধির সহায়ক না হয়ে প্রান্তবাসীর প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে।

তিনি বলেন যে, চিরাচরিত জ্ঞানতাত্ত্বিক এবং বৈজ্ঞানিক প্রশ্নে নারীর জীবন থেকে উঠে আসা মূল্যবোধ এবং প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি বাতিল করা হয়েছে। অপরদিকে প্রথমত, অবস্থানিক তত্ত্বের দাবি হ'ল মানুষের বিষয়ে এমন কোনো প্রশ্ন থাকতে পারে না যা সার্বজনীন, অনৈতিহাসিক এবং মূল্য নিরপেক্ষ। দ্বিতীয়ত, অবস্থানিক তত্ত্ব প্রান্তবাসীর জীবন এবং তাদের ভাবনাকেই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে করে না। কারণ জ্ঞানানুসন্ধানকারী প্রকল্প গ্রহণ করলে তাদের প্রেক্ষিতকেও গুরুত্ব দিতে হবে। অবস্থানিক তাত্ত্বিকদের মতে শুধুমাত্র অবদমিতরাই জ্ঞানোৎপাদনে সহকারী নয় বরং নারীবাদী গবেষণায় অবদমনকারীদেরও অনেক অবদান থাকে। তৃতীয়ত, অবস্থানিকতত্ত্ব চিরাচরিত সর্বজনীন ঘরানার বিপরীত যা সাপেক্ষবাদ

নয়। নিঃসন্দেহেই এই অবস্থানিক জ্ঞানতত্ত্ব সকল জ্ঞানমূলক দাবির ঐতিহাসিক এবং সামাজিক সাপেক্ষতাকে চিহ্নিত করে। বিভিন্ন সামাজিক ক্রিয়া, আদান-প্রদান, প্রাকৃতিক ও সামাজিক সম্পর্ক মানুষকে জগৎ বিষয়ে ভিন্ন ধারণা উপস্থাপনে উদ্ভূত করে এই অর্থে জ্ঞান সংস্কৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এমন বলা যেতেই পারে। তথাপি ঐতিহাসিকভাবে নিরূপিত সকল আদান প্রদান সমানভাবে সত্যের উন্মেষ ঘটায় না। এই তত্ত্বে জ্ঞানতাত্ত্বিক সাপেক্ষবাদ স্বীকৃত নয়। তারা বলেন প্রকৃতি এবং সামাজিক সম্পর্ক বিষয়ে সকলের জানা জরুরী এবং এই বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে নারী জীবনের প্রেক্ষিত গ্রহণ আবশ্যক। এহেন শিক্ষা নারী-পুরুষ উভয়েরই প্রয়োজন।

মূলস্রোতে জ্ঞানের নতুন বিষয়ী বা জ্ঞাতাকে অদৃশ্য, ন-শরীরী, সামাজিক-সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক অবস্থান নিরপেক্ষ, সুসংহত সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সমগোত্রীয় বা সমরূপী রূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অপরদিকে Harding-এর মতে জ্ঞাতা হ'লেন দৃশ্যমান এবং শরীরী। জ্ঞানের কর্তার বিশেষ ঐতিহাসিক অবস্থান আছে এবং যেগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, জ্ঞানের কর্তা সংস্কৃতি, লিঙ্গ, ধর্ম, বর্ণ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। জ্ঞাতা বিষমগোত্রীয় এবং সংঘাতপূর্ণ-ও হতে পারে।

Harding-এর সবল বিষয়তার প্রয়োজনীয় শর্ত হল জ্ঞানের কর্তা ও বস্তু যেন একই বিচারমূলক কার্যকারণের স্তরে থাকে। এর অর্থ হ'ল এই যে, যে-ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করছেন তাকেও সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখা এবং জ্ঞানের বস্তুকেও একইভাবে পর্যবেক্ষণ করা হবে। এই শর্তটিকে সবল আত্মবাচকতা (Strong reflexivity) বলা হয়। মানুষের জ্ঞানের অনুসন্ধান বিভিন্ন সাক্ষ্যপ্রমাণ এবং সংস্কৃতিজাত বিশ্বাসের পরিমন্ডল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এমনকি তথাকথিত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানেও সমস্যা বাছাই থেকে শুরু করে প্রকল্প গঠন তথা গবেষণার নকশা প্রণয়ন, উপাত্ত সংগ্রহ ব্যাখ্যা এবং শ্রেণিকরণ প্রভৃতি জ্ঞাতার বিশ্বাস ও চর্চা দ্বারা প্রভাবিত। যিনি জ্ঞান লাভ করছেন তিনি একজন ঐতিহাসিক সামাজিক সাম্প্রদায়িকভাবে অবস্থিত কর্তা। তার সকল বিশ্বাসকে যাচাই না করে মেনে নেওয়ার কথা বলেন না Harding। তিনি বিষয়তার চূড়ান্তকরণ অর্থাৎ বিষয়তাকে সর্বোচ্চস্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্য আত্মবাচকতা (reflexivity)-র কথা বলেন। প্রকৃতি অথবা সামাজিক সম্পর্কের ওপর নজর দিলে দেখা যায় যে, সেক্ষেত্রে জ্ঞাতার ধারণাগুলি অনেকাংশে সামাজিক বিশ্বাসের সদৃশ। অতএব জ্ঞানের বিষয়বস্তুর পাশাপাশি জ্ঞাতার প্রতিও আমাদের মনোযোগী হতে হবে। এক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যে জ্ঞানীয় প্রকল্পে প্রান্তবাসী সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচারমূলক অনুসন্ধান করলে সফল হওয়া যেতে পারে। এই কারণে Harding সিদ্ধান্ত করেন যে, বিজ্ঞানীর সঙ্গে তাদের সম্প্রদায়গুলিও একত্রিত হয়ে এমন কিছু প্রকল্প গ্রহণ করবে যা প্রকৃত গণতান্ত্রিক উন্নয়ন আনবে এবং জ্ঞানতাত্ত্বিক ও নৈতিক তত্ত্বের সঙ্গে যথার্থ রাজনৈতিক তত্ত্ব-ও প্রতিষ্ঠা করবে।

নারীবাদী অবস্থান থেকে প্রধানত অনুসন্ধান করা হয়েছে যে, (১) বিষয়তার প্রসঙ্গে এই ধরনের জ্ঞানীয় প্রকল্পগুলির মধ্যে কোনগুলি বিষয়গত এবং কোনগুলি বিষয়গত (objective) নয়, (২) যেগুলি বিষয়গত নয় সেগুলি কী কারণে নয়; (৩) আদৌ বিষয়তা আবশ্যক বা অপরিহার্য কিনা; (৪) কীভাবে বিষয়তা লাভ করা যেতে পারে।

Harding প্রাকৃতিক/স্বাভাবিক গবেষক-এর ধারণাকে নস্যাৎ করে সবল আত্মবাচকতার মাধ্যমে গবেষকের অবস্থানিক চিত্রটি ধরতে চেষ্টা করেছেন এবং এই অবস্থান/প্রেক্ষিত

কীভাবে গবেষণায় প্রভাব বিস্তার করে অর্থাৎ গবেষককে প্রভাবিত করে তার বিশ্লেষণ করার পরামর্শ দেন। গবেষকের নিরপেক্ষতা (neutrality) একটি মিথ মাত্র। অতএব স্থান ও জ্ঞানের প্রেক্ষিত বা জ্ঞানকে প্রভাবিত করে যে পক্ষপাতগুলি উভয়কে একইভাবে বিচার ও যাচাই করে বিজ্ঞানী প্রকল্প গ্রহণ করবেন। যদিও অবস্থানিক জ্ঞানতাত্ত্বিক-এর কাছে আত্মবাচকতা একটি সদ্‌গুণ এবং জগতের সত্য জানার সহায়ক তথাপি এর বিরুদ্ধে মাইকেল লিঞ্চ ও অন্যান্য দার্শনিক সমালোচনা করে থাকেন,[১২] যদিও তাঁরাও আত্মবাচকতার (বিশেষ অর্থ ও তাৎপর্যসহ) গুরুত্বকে অস্বীকার করেন না। আত্মবাচকতা কোনো জ্ঞানতাত্ত্বিক, নীতিতাত্ত্বিক বা রাজনৈতিক সদ্‌গুণ হোক বা না হোক, জ্ঞানের বিষয়তা প্রতিষ্ঠা করতে হলে জ্ঞাতার এই বৈশিষ্ট্য অপরিহার্য।

সূত্রনির্দেশ

1. Marianne Janack, Feminist Epistemology, Internet Encyclopedia of Philosophy, Website : http//www.iep.utm.edu / pem-epis/fem-epis, cited on 8.06.2018, p. 2.
2. ibid, p. 2
3. ibid, p. 3
4. ibid, p. 3
5. Sandra Harding, "Rethinking Standpoint Epistemology. What is Strong Objectivity?" in L. Alcaff and E. Potter, eds., *Feminist Epistemologies*, New York / London : Routledge, 1993, p. 54.
6. T. Bowell, Feminist Standpoint Theory, Internet Encyclopedia of Philosophy, Website : https://www.iep.utm.edu>fem-stan, cited on 9.06.2018.
7. Sandra Harding, 1993, p. 56.
8. ibid, 1993, p. 55.
9. ibid, 1993, p. 55.
10. Sandra Harding, "Strong Objectivity" : A Response to the New Objectivity Question" in *Synthese*, Vol. 104, No. 3, *Feminism and Science,* Springer, 1995, p. 331.
11. ibid, p. 335.
12. Michael Lynch, "Against Reflexivity as an Academic Virtue and Source of Privileged Knowledge", *Theory, Culture and Society*, Sage, London, Thousand Oaks and New Delhi 2000, Vol. 17 (3), 26-54.